GK নজরে নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্র - weGjAviAvB

পটভূমিt msw¶ß BwZnvmt নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রwU নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার প্রধান কার্য্যালয় থেকে ১.৫ কিঃমিঃ দক্ষিণে, বান্দরবান জেলা থেকে ১৬২ কিঃমিঃ দূরত্বে এবং ১৬২ GKi Rwg Dci অবস্থিত। বিএলআরআই-এ ১৯৮৯ সালে ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন সৃষ্টি হওয়ার মধ্য দিয়ে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সমস্যা চিহ্নিতকরণের পর ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ অঞ্চল হিসাবে আক্টোবর, ১৯৮৯ সালে সেখানে প্রথম গবেষণা কার্যক্রম শুরম্ন হয়। পার্বত্য বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকাq ¯ানীয় জাতের খাটো আকৃতির গরম্ন, jv`vK ছাগল, ভেড়া ও মোরগ-giMx Qvovl cPi ebMiæ (Mqvj/ZgMiæ) এবং বন্য প্রজাতির মোরগ-মুরগী ও কোয়েল সচরাচর দেখা যায়। এসব দেশী প্রজাতিসমূহকে তাদের নিজস্ব পরিবেশে রেখে কৌলিক বৈচিত্র্যতা সংরক্ষণের কলাকৌশল এবং পার্বত্য অঞ্চলের প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে নব নব টেকসই (Sustainable) প্রযুক্তি উদ্ভাবন, খামারী পর্যায়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পরীক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করা আঞ্চলিক কেন্দ্র সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য।

আঞ্চলিক কেন্দ্রের অবকাঠামেv এবং কর্মকাঠামো ঃ

ক) অফিস কাম ল্যাবরেটরী ভবনঃ উপজেলা সদরে ০৬ শতক জমি নিয়ে প্রাণী পুষ্টি ও প্রাণী রোগ নির্ণয় ল্যাবরেটরী অবস্থিত।

অফিস কাম ল্যাবরেটরী ভবন

খ) গবেষণা খামারঃ উপজেলা সদর হতে ২.৫ কি:মি: দূরে ১৬২.৯১ একর জায়গা নিয়ে আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা খামারটি বিস্তৃত। যেখানে মোরগ-gরগী, ছাগল, ভেড়া, গয়াল ও হরিণের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণা খামারে একটি খামার অফিস ভবনসহ ০৩টি ছাগল শেড,০২টি ভেড়া শেড, ০৩টি গয়াল শেড, ০৪টি মোরগ-মুরগী শেড ও ০১টি হরিণ শেড রয়েছে।

গবেষণা খামার

আঞ্চলিক কেন্দ্রেi গবেষণা কার্যক্রম সমূহ ঃ

হিলি মোরগ-মুরগী শুধুমাত্র চট্রগ্রাম এলাকায় বিশেষ করে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পাওয়া যায়। বিএলআরআই দেশীয় পাহাড়ী মুরগি সংগ্রহ করে ইহার কৌলিকমান, উন্নয়ন এবং সিলেকটিভ ব্রিডিং এর মাধ্যমে বিশেষ ধরণের উৎপাদনড়াম মুরগির জাত তৈরীর কাজ শুরম্ন করেছে বহুদিন আগেই। এরই ধারাবাহিকতায় অধিক মাংস উৎপাদনে জন্য অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্র হিলি জাতের মুরগি উন্নয়নের কাজ করছে। মাত্র ১৮-২০ সপ্তাহ বয়সে একটি হিলি মুরগির ওজন হয় ২.৫-3.0 কেজি। দেশি জাতের হিলি মুরগিকে কিভাবে বাণিজ্যিকভাবে মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যায় তার পরিকল্পনাও বর্তমানে হাতে নেয়া হয়েছে।

হিলি চিকেন

R½j dvDj মোরগ-মুরগী শুধুমাত্র পাহাড়ী এলাকায় বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় পাওয়া hvq| বিলুপ্তপ্রায় জঙ্গল ফাউলের জাত সংরড়াণ ও উন্নয়নে AÎ আঞ্চলিক কেন্দ্র কাজ করে যাচ্ছে। GQvov MvgxY Av_-সামাজিক উন্নয়নে হিলি Ges R½j dvDj মুরগি অবদান রাখতে সড়াম হবে।

R½j dvDj

পাহাড়ী এলাকার ব্রাউন বেঙ্গল জাতের ছাগল সংরড়াণ ও উন্নয়ন

পার্বত্য জেলাগুলোতে ব্রাউন বেঙ্গল ছাগল পাওয়া যায়। ব্রাউন বেঙ্গল ছাগল এদেশের দরিদ্র পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর আয়ের অন্যতম বাহন। উন্নত মাংস এবং চামড়ার জন্য ইহা বিখ্যাত। এরা পাহাড়ে ঢালে চড়ে খেতে বেশী অভ্যস্ত। ইহা খাটো প্রকৃতির ছাগল, গায়ের রং বাদামী। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় বছরে দুইবার এবং ছাগী প্রতি ২টি বাচ্চা পাওয়া যেতে পারে। কোন কোন QvMx 3-৪ টি বাচ্চাও দেয়। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগলের ওজন ২৫-৩০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি খাসী ১৫-১৭ মাস বয়সে ১৮-২০ কেজি পর্যন্ত ওজন

ব্রাউন বেঙ্গল জাতের ছাগল

nq hv
থেকে প্রায় ১১ কেজি খাদ্যযোগ্য মাংস পাওয়া যায়। এদের উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পাহাড়ী হত দরিদ্র জনগনের প্রানিজ আমিষের চাহিদা পূরণ এবং আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব।

সমতল ভূমির ভেড়াকে পাহাড়ী এলাকায় খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে গবেষণা খামারে পালন

সমতল ভূমির ভেড়াকে পাহাড়ী এলাকায় খাপ খাওয়ানোর নিরীক্ষানের লক্ষ্যে অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্র ভেড়ার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এদেi গায়ের রং সাধারণত সাদা বা হালকা থেকে বাদামী হয়ে থাকে। meR গাছ পালা বেষ্টিত পাহাড়ে ভেড়া চড়ে খেতে অভ্যস্ত্ম। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ওজন ৩০-৩৫ কেজি পর্যন্ত্ম হতে পারে। ভেড়ার রোগবালাই খুবই কম হয়। পাহাড়ী অঞ্চলে ভেড়া পালনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া ভেড়ার মাংস বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ভেড়া পালনের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পাহাড়ী জনসাধারনের কর্মসংস্থানের সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি করা সম্ভব।

mgZj f‚মির ভেড়া

cvnvox GjvKvq **ভেড়া পালনে উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে খামারীদের মাঝে ভেড়া** weZiY

পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে weGjAviAvB খামারীদের মাঝে দেশী জাতের ভেড়া বিতরণের মাধ্যমে উক্ত জাতের ভেড়ার সম্প্রসারণ এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ সহ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে| পাহাড়ী এলাকা ভেড়া পালনের প্রচলন একেবারে নাই বললেই চলে। weavq bvB¶¨sQwo GjvKvq প্রথম পর্যায়ে ১০টি ভেড়া 2wU cvVv Ges cieর্তে পর্যায়ে প্রায় ৪০টি ভেড়ী ও ১০টি পাঠা বিএলআরআই থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। GQvovI weGjAviAvB Gi অত্র কেন্দ্র থেকে খামারীদের ভেড়ার নিয়মিত টীকাদান, ডিওয়ার্মিং, ডিপিং খোজাকরণসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করছে।

দেশী ভেড়া বিতরণ

যার ফলশ্রম্নতিতে অত্র এলাকার ভেড়া পালনকারী খামারী ভেড়া পালনের মাধ্যমে বছরে ২০-৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত্ম উপার্জন করছে। D³ GjvKvq আরও ভেড়া mieivn এবং খামারীদের আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালনের উপর (স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন বিষয়ক) প্রতিনিয়ত প্রশি¶Y প্রদান করা হচ্ছে। সম্ভাবনাময় দেশি জাতের এই ভেড়াকে খামারী পর্যায়ে আরো সম্প্রসারন এবং ভেড়ার মাংস বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ভেড়া পালনের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পাহাড়ী জনসাধারনের কর্মসংস্থানের সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি করা সম্ভব।

wejßcvq cvnvox GjvKvi Mqvcj i **জাত সংরক্ষাণ ও উন্নয়ন**

গয়াল, বাংলাদেশের একটি অর্ধ-পোষা বিপন্ন প্রায় অনন্য গবাদি পশু, যা গৃহপালিত গরম্ন এবং গাউর এর সংকরায়ণের ফলে সৃষ্ট একটি অধিক মাংসল বড় আকারের প্রাণী। Mqvj wg_vb ev মিথুন নামেI cwiwPZ। বাংলাদেশে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বান্দরবান জেলায় অধিক সংখ্যক হারে গয়াল দেখতে পাওয়া যvq| weGjAviAvB `xN©w`b hveZ গয়ালের জাত সংরক্ষাণ ও উন্নয়ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। Mqvj mvaviYZ Lviv cvnvox Xvj, Mnxb I Av` অরণ্যে মুক্তভাবে এবং পরিকল্পনা বিহীন ব্রিডিং সিস্টেমে বিচরণ করতে অভ্যস্থ। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গয়ালের ওজন ৫০০-৭০০ কেজি পর্যন্ত্ম হয়। AwaK ¸bMZgvb সমৃদ্ধ (তুলনামূলক কম চর্বিযুক্ত) মাংসল প্রাণী হওয়ায় গয়ালকে কোরবানি বা বলিদানের জন্য বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবং মায়ানমারের মুসলমানসহ অন্যান্য ধর্মের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে। এছাড়াও এটি উপজাতীদের কাছে একটি উন্নত আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিক হিসেবে বিবেচ্য।

cvnvox GjvKvi Mqvj

গয়াল একটি মূল্যবান ও সম্ভাবনাময় প্রাণিসম্পদ হওয়া সত্বেও, ক্রমাগত ভাবে বন ধ্বংস করা, প্রাকৃতিক বিচরণস্থল হারিয়ে যাওয়া, মানুয় কর্তৃক অবাধ শিকার হওয়ার কারণে দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই এই বিলুপ্তপ্রায় বন্য গয়ালের আরো বৃহৎ পরিসরে প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষাণ, এদের উৎপাদন ও পুনরোৎপাদনের এর উপর বিএলআরআই গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

wejßcvq cvnvox GjvKvi **হরিণের জাত সংরক্ষাণ ও উন্নয়ন**

হরিণ এক ধরনের বন্য প্রকৃতির cvYx hv সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে cwiwPZ| mvaviYZ `B ধরনের হরিণ এদেশের জঙ্গলে বা প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন wPÎv nwiY ev wPZvj I mvg¦i হরিণ। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক জলাভূমির গহিন অরণ্যে Giv emevm করতে পছন্দ করে।

GQvovI অন্য আরেক ধরনের হরিণ সুন্দরবনের DËi-cevÂj (চাঁন্দপাই ও নিলাম এর

cmwiZ ebvÂj) এবং দেশের পার্বত্য জেলায় বিশেষ করে বান্দরবানের গহীন অরণ্যে দেখতে পাওয়া যা বার্কিং ডিয়ার বা মায়া হরিণ নামে পরিচিত। এ জাতীয় হরিণ দেখতে কিছুটা ছোট আকারের হলেও দেহের গঠন স্বাভাবিকভাবে দৃঢ় হয়। এরা সাধারনত পাতা ও ফল, কচি গজনো লতা গুল্ম, বিভিন্ন ধরনের শাক-mewR Ges Nvm খেয়ে বেচে থাকে gvqv nwiY । গেছে, প্রাপ্ত বয়স্ক একটি মায়া হরিণের ওজন হয় ২০-৩০ কেজি এবং বাচ্চার জন্ম ওজন হয় ২.০-২.৫ কেজি। একটি স্ত্রী মায়া হরিণের গর্ভধারণকাল ২০০-২১০ দিন এবং এরা সাধারণত ১ টি করে বাচ্চা দেয়। প্রাকৃতিক বিচরণস্থল হারিয়ে যাওয়া, মানুষ কর্তৃক অবাধ শিকার হওয়া, প্রাকৃতিক মিলনে বিভিন্ন ধরনের বাধাঁর কারণে আমাদের দেশের এই মূল্যবান সম্ভাবনাময় হরিণগুলো দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সরকার বিলুপ্তপ্রায় হরিণগুলোর সংরক্ষান ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে weGjAviAvB এদের সংরক্ষান এবং উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাসহ দীর্ঘমেয়াদি cwiKíbv হাতে নিয়েছে।

উন্নত জাতের Nvm চাষ এবং পাহাড়ী জনগনের মাঝে ঘাm weZiY

ঘাসের কাটিং বিতরন

গবাদিপশু বিশেষকরে দুগ্ধবতী গাভী পালনের জন্য কাঁচা ঘাসের কোন বিকল্প নেই। আমাদেi দেশের পাহাড়ী অঞ্চলে কাচা ঘাসের অভাব আছে।
সে কারণে খামারীরা অনেক সময় ঘাসের পরিবর্তে অধিক পরিমান দানাদার খাদ্য সরবরাহ কi যা অর্থের অনেকটা অপচয় ঘটে। তাই পাহাড়ী এলাকার গবাদিপশু পালনকারী খামারীদের ঘাস সংকট নিরসনকল্পে এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে weGjAviAvB এর আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা খামারে বিভিন্ন উন্নত জাতের ফডার জার্মপস্নাজম সংরক্ষান করছে। পাহাড়ী অঞ্চলের ঘাসের সংরক্ষান ও উন্নয়ন গবেষণার পাশাপাশি খামারীদেরকে ঘাস চাষ সর্ম্পকে সুস্পষ্ট ধারণ দেয়া এবং ঘাস চাষে DrmvwnZKiYের লক্ষ্যে বিনামূল্যে ঘাmi KvwUs wbqwgZ বিতরন করে আসছে।

Lvgারীদের chw³wfw³K cwkÿY c`vb Ges gZ wewbgq

পাহাড়ী এলাকার খামারীদেরকে গরম্ন মোটাতাজাকরণ, উন্নত জাতের ঘাঁস চাষ, আধুনিক পদ্ধতিতে ছাগল-ভেড়া পালন এবং মোরগ-giMxi jvjb-পালন ও এদের রোগ প্রতিরোধ সর্ম্পকে সচেতনার লক্ষ্যে প্রতি বছর কমপক্ষে ১০০-১৫০ জন খামারীকে ইনস্টিটিউট এর অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্র হতে cwk¶Y c`vb Kiv nq|

খামারীদের প্রশিক্ষাণ প্রদান

ভেড়া পালন কার্যক্রম সম্প্রসারন এবং ভেড়া পালনে উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে প্রতি মাসে সুফলভোগি ভেড়ার খামারীসহ অন্যান্য আগ্রহী খামারীদেরকে নিয়ে এলাকাভেদে সভার আয়োজন Kiv nq|

খামারীদের মত বিনিময় mfv

প্রাণি পুষ্টি ও প্রাণি রোগ নির্ণয় গবেষণাগার

বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্রের cwY পুষ্টি ও প্রাণি রোগ নির্ণয় গবেষণাগারে খামার ও খামারীদের হতে প্রাপ্ত অসুস্থ প্রানী ও পোল্ট্রির নমুনা বিশেস্নষণের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ও পরামর্শ প্রদান করে আসছে। GQvov I প্রাণী ও পোল্ট্রি খাদ্যের পুষ্টিমান নির্ণয় করছে।

প্রাণি রোগ নির্ণয় গবেষণাগার

প্রাণি পুষ্টি নির্ণয় গবেষণাগার

Ab¨vb¨ Kvhµgt

পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ এবং পোল্ট্রি পালনে উৎসাহিতকরনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। সে লক্ষ্যে নির্বাচিত খামারীদের ছাগলের পাঠা, হিলি জাতের মোরগ-giMx, ïKi, KeZi I dWvi weZiY Ges cvnvox GjvKvi

খামারীদের প্রানী ও পোল্ট্রিসমূহের বিনামূল্যে কৃমিনাশক ও টীকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন। খামারীদেরকে প্রানী ও পোল্ট্রি পালন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পরামর্শ প্রদান করছে।

UxKv`vb KgmPx

কৃমিনাশক কর্মসূচী

খামারীদের civgk c`vb

নাইক্ষ্যংছড়িতে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সম্ভাবনা

পরিবেশ বিপর্যয় ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কবল থেকে বাঁচতে হলে জীব বৈচিত্র রক্ষা ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের দিকে অবশ্যই নজর দেয়া উচিত। wejß cÖvq eb¨ cvYx Mqvj Ges Ab¨vb¨ প্রাণী যেমন ছাগল, ভেড়া, মুরগি উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রজননের মাধ্যমে এ গবেষণা কেন্দ্র থেকে সরকারী রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা সম্ভব। তাছাড়া প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে যদি পাহাড়ী এলাকার গ্রামাঞ্চলে ছাগল, ভেড়া, মুরগির সংখ্যা বাড়ানো যায় তাহলে দ্রুত গতিতে সঠিক উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। ফলে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পারিবারিক পুষ্টির ঘাটতি পূরণে নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রটি এক কার্য্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

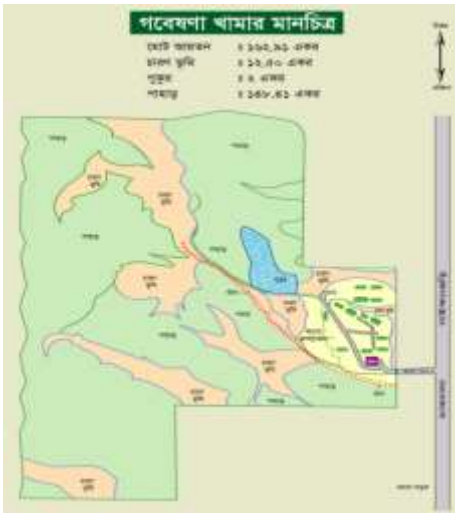

m¤úv`bv cwil`
উপদেষ্টাঃ
Wt ZvjK`vi biæন্নাহার
gnvcwiPvjK
iPbv Ges m¤úv`bv cwil` m`m¨
ডঃ মোঃ এরসাদুজ্জামান
ডঃ রেজিয়া খাতুন
Rbve Avmv`i Avjg

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
bvB¶¨sQwo **আঞ্চলিক কেন্দ্র, বান্দরবান**
ফোনঃ 03-6141007, d¨vK t 880-02-7791675
B-মেইলঃ info@blri.gov.bd, infoblri@gmail.com,
Web|: www.blri.gov.bd